আলমডাঙ্গার গ্রাম্য সালিশে সাক্ষ্য দেয়ায় বৃদ্ধাকে কুপিয়ে হত্যা

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাদিমপুরে ৩’শ বিঘা জমির ভুট্টাক্ষেত সহ পান বোরজে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় গ্রাম্য সালিশে প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে সাক্ষ্য দেয়ায় বৃদ্ধাকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি গতকাল সোমবার রাত ১০ টায় শিয়ালমারী ঘটেছে।

এঘটনায় অভিযুক্ত শিয়ালমারী গ্রামের জিন্নাহ আলীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। নিহত বৃদ্ধা উপজেলার শিয়ালমারি গ্রামের উত্তরপাড়ার ফজলুর রহমানের স্ত্রী ঈশারন খাতুন। এছাড়াও আটককৃত ব্যক্তি একই গ্রামের মৃত শামসুদ্দিন মণ্ডলের ছেলে জিন্নাহ আলী।

ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ।

এলাকাসূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গার খাদিমপুর ইউনিয়নের শিয়ালমারী বানাতখাল মাঠে গত ১৩ এপ্রিল অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে প্রায় ৩’শ বিঘা জমির ভুট্টাখেতসহ পানের বরজ পুড়ে ভস্কিভুত হয়ে যায়। অভিযুক্ত জিন্নাহ আলী তার নিজের ভুট্টাখেতে আগুন দিলে সেই আগুনের সূত্রপাত থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

এতে ৩০০ বিঘা ভুট্টাক্ষেত সহ পান বোরজ পুড়ে যায়। ওই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে সাক্ষ্য দেন বৃদ্ধা ঈশারন খাতুন। এতে গ্রাম্য সালিশে জিন্নাহ আলীকে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। এ ঘটনার জের ধরে গত সোমবার (২২ মে) রাতে ঈশারন খাতুনকে একা পেয়ে তার নিজ বাড়ির সামনে তাকে নির্মমভাবে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করে জিন্নাহ।

বৃদ্ধার আত্নচিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। বৃদ্ধার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় রাতেই কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করে হাসপাতাল কতৃপক্ষ। বৃদ্ধা ঈশারনকে মঙ্গলবার সকালে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী নেবার সময় তার মৃত্যু হয়।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ জানান, এ ঘটনার পর অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত জিন্নাহকে আটক করা হয়েছে। মরদেহ সদর হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

দর্শনা সীমান্তে ভলিবল খেলায় বিজিবিকে হারিয়ে -বিএসএফ চাম্পিয়ান

দর্শনা আন্তজার্তিক জয়নগর সীমান্তে বিজিবি- বিএসএফের মধ্যে এক প্রীতি ভলিবল খেলা অনুষ্টিত হয়েছে।

জানাগেছে গতকাল সোমবার বেলা ৩ টার দিকে জয়নগর সীমান্তের ৭৭নং পিলালের ৫শ গজ বাংলাদেশের ভিতরে শৃন্য রেখায় এ ভলিবল প্রীতি ম্যাচটি অনুষ্টিত হয়। এ প্রীতি ভলিবল খেলায় বিএসএফ-২-১ ব্যাবধানে বিজিবিকে পরাজিত করে।

চুয়াডঙ্গা ৬ বিজিবির আমন্ত্রণে গতকাল সোমবার বেলা ৩ টায় দর্শনা সীমান্তের মেইন পিলালের ৭৬ /৭৭ নং দিয়ে বি এসএফের ১২ সদ্যস্যার ভলিবল দল অফিসার ১৩ সদস্যসহ বাংলাদেশে প্রবেশ করে।

এ সময় চুযাডাঙ্গা ৬ বিজিবির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির পরিচালক সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান পি এস সি, মেডিক্যাল অফিসার খন্দকার আশিকুল আরেফিন, এডিসোনাল অফিসার শেখ মোঃ ইমরান আলী, দর্শনা কোম্পানী কমন্ডার জহির আহম্মেদ, দর্শনা আইসিপি কমান্ডার আব্দুল জলিল, বিওপি কমান্ডার আব্দুল জলিল বিওপি কমান্ডার মোজাম্মেল হক, এডমিন স্টাফ আবু নাসির, এডমিন স্টাফ আবুল কালাম আজাদ, মিনহাজ উদ্দীন, ডিনারুল ইসলাম, তমাল উদ্দীন, বিএসএফের ৫৪ ব্যাটেলিয়নের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, বি এসএফের সেকেন্ড ইন কমান্ড হার মেট শিং সানি, সেকন্ড অফিসার জগোদেব শিং, ডেপুটি কমান্ড সুনীল পায়েল, সহকারী কোম্পানী কমান্ডার শ্রী নোগেনদ্র পাল, সহকারী অফিসার শ্রী মহেশ, বিএসএফের ক্যাম

কমান্ডার শ্রী মোজন্দার, মেডিকেল অফিসার বরুন কুমার, এ এস আই শামীম, এডিএম স্টাফ জে মজুমদার, অফিস স্টাফ শ্রী প্রতাপ প্রমুখ।

খেলা শেষে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির পরিচালক সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান পি এস সি, বলেন প্রীতি ভলিবল খেলার মধ্য দিয়ে দুই বাহিনীর মধ্যে বিরাজমান সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক আরো জোরদার হবে। খেলা শেষে দুই দেশের বাহীনীর মধ্যে ট্রফি তুলে দেন খেলোয়াড়দের মাঝে।

দর্শনায় ১হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ একজন গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে দর্শনা রেল বাজার এলাকা থেকে ১ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ মারুফ হোসেন খন্দকার (৩৯) কে গ্রেফতার করেছে। সে কুমিল্লা জেলার কুমিল্লা সদর থানার লালবাগ খন্দকার গ্রামের মঈন উদ্দিন খন্দকারের ছেলে।

জানাগেছে গতকাল সোমবার রাত ৮ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদের নেতৃত্বে অভিযান চালায় দর্শনা রেল বাজারের ইসলামী পন্য এন্ড ভ্যারাইটিজ স্টোরের সামনে।

এ সময় দর্শনা থানার এস আই আহম্মেদ আলী বিশ্বাস, এসআই শামিম রেজা, এএসআই সানোয়ার হোসেন, এএসআই মারুফুল ইসলাম এএসআই মাসুম বিল্যাহ্, এএসআই বশির উদ্দীন, এএসআই শেখ আবু হানিফ সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে

রিফাজ উদ্দীন এর দোকানের সামনে থেকে মারুফ হোসেন খন্দকারকে গ্রেফতার করে। পরে তার দেহ তল্লাশি করে কাগজে মোড়ানো প্যাকেটে ১ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে।

গতকালই এস আই আহম্মেদ বিশ্বাস বাদি হয়ে মাদকদ্রব্য আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

দামুড়হুদায় ভূমি সেবা সপ্তাহ’র শুভ উদ্বোধন

‘স্মার্ট ভূমি সেবায় ভূমি মন্ত্রণালয়’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দামুড়হুদা উপজেলায় ভূমি সেবা সপ্তাহ ২০২৩ উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল ১০টার সময় উপজেলা ভূমি অফিস প্রাঙ্গণে সেবা সপ্তাহের উদ্বোধন করা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) কবির হোসেন। ভূমি সেবা সপ্তাহ উদ্বোধন উপলক্ষে উপজেলা ভূমি কার্যালয় থেকে বর্ণাঢ্য র্যালি শুরু হয়ে দামুড়হুদা বাজারের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে ভূমি অফিসে এসে শেষ হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন- দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রোকসানা মিতা, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সজল কুমার দাস, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা খাতুন, দামুড়হুদা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, জুড়ানপুর ইউনিয়ন সহকারী ভূমি কর্মকর্তাবৃন্দ, ভূমি অফিসের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ।
এসময় আয়োজকরা জানান, ভূমি সেবা সপ্তাহের মূল লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্বোধন করা স্মার্ট ভূমিসেবার মূল অংশীজন হিসেবে দেশের জনগণকে সম্পৃক্ত করা।

এছাড়া স্মার্ট ভূমিসেবা বিষয়ে সকলকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবগত করা ও ভূমি সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে নিজ নাগরিক অধিকারের ব্যাপারে সকলের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করাই এ বছরের ভূমি সেবা সপ্তাহের মূল লক্ষ্য বলে জানান আয়োজকরা। ২২ মে থেকে ২৮ মে সপ্তাহব্যাপী উপজেলা ভূমি অফিস প্রাঙ্গণে এসে যে কেউ ভূমি সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য-পরামর্শ এবং সেবা নিতে পারবেন।

দামুড়হুদায় জুড়ানপুর সড়কের মাঝখানে বিদ্যুতের খুঁটি রেখেই চলছে রাস্তার কাজ

দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর-লক্ষিপুর সড়কের মধ্যে রাস্তার মাঝখানে ৩ টি বিদ্যুতের খুঁটি রেখেই সড়ক প্রশস্ত ও পাকা করার কাজ চলছে। রাস্তা প্রশস্ত করার জন্য রাস্তার দুই পাশে গাছপালা কেটে ফেলা ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ হয়েছে। তবে রয়ে গেছে রাস্তার মাঝে বিদ্যুতের খুঁটিগুলো।

উপজেলার জুড়ানপুর ক্লাব মোড় পার হয়ে নুর হোসেনের বাড়ির সামনে ১টি, মাঝপাড়ার খলিলুর রহমানের বাড়ির পাশে ১টি ও পশ্চিমপাড়া কবরস্থানের পাশে ১টি বিদ্যুতের খুঁটি রয়েছে। বৈদ্যুতিক খুঁটি অপসারণের জন্য
সড়ক ও জনপথ বিভাগ বিদ্যুৎ বিভাগের অনুকূলে টাকা জমা দেওয়া হয়নি। ফলে বিদ্যুৎ বিভাগ খুঁটিও অপসারণ করেনি।সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার সড়কের মাঝখানে খুঁটি রেখেই পাকা করার কাজ করছে। এতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছে যানবাহনের চালক ও স্থানীয়রা।

সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে জানা গেছে, সড়ক ও জনপদ বিভাগ জুড়ানপুর-লক্ষিপুর সড়কে প্রায় ২ কিলোমিটারের উভয়পাশে রাস্তা প্রশস্তকরণ ও পাকা করার কাজ করছে । প্রশস্ত ও পাকাকরণের জন্য প্রায় দেড় বছর আগে দরপত্রের মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়। রাস্তা প্রশস্ত করার ফলে বাজার থেকে পশ্চিমপাড়া পর্যন্ত ১১ হাজার ভোল্টেজ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ সংযোগের প্রায় ৩টি বৈদ্যুতিক খুঁটি রাস্তার মধ্যে পড়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রাস্তার মাঝে খুটি রেখে রাস্তা পাকা করার কাজ চলছে। এটা যুক্তিযুক্ত নয়। এতে যে কোন সময়ে খুটির কারণে মারাত্মক দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই অতি দ্রুত এই খুটিগুলো অপসারণ করা দরকার। সকাল থেকেই হাজারো মানুষ, স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা যাতায়াত করে। এতে সমস্যার সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই

সমাধান প্রয়োজন।

একাধিক শিক্ষার্থী বলেন, মাঝে মাঝে গাড়িতে যাতায়াত করার সময় বিদ্যুতের খুটির কারণে দূর্ঘটনার মুখোমুখি হয়ে পড়ি, দুটি গাড়ি সাইড নিতে পারে না। তাই দুর্ঘটনা এড়াতে বিদ্যুতের এই খুটি সরানো খুবই জরুরি। বিষয়টি নিয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সুদৃষ্টি কামনা করেন শিক্ষার্থীরা।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা প্রকৌশলী আ: রসিদ বলেন, অনেকবার জানিয়েছি বৈদ্যুতিক খুঁটি সরানোর জন্য। ওটা তো বিদ্যুৎ বিভাগের কাজ। আমরা চেষ্টা করেছি, বৈদ্যুতিক খুঁটি সরানোর জন্য তারা অনেক টাকা পয়সা চাই। আমাদেরতো কোন বরাদ্দ নাই। ওইসব স্থানে কাজ করতে আমাদেরও সমস্যা হচ্ছে। আমাদেরও দাবি বৈদ্যুতিক খাম্বা গুলো সরিয়ে নেওয়ার।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা বলেন, আমি সরেজমিনে পরিদর্শন করে এলজিইডি এবং পল্লী বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে এই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করবো।

চুয়াডাঙ্গায় ভূমি সেবা সপ্তাহের শুভ উদ্বোধন

স্মার্ট ভূমি সেবায় ভূমি মন্ত্রণালয় স্লোগানে ডিসি সাহিত্য মঞ্চ প্রাঙ্গণে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের আয়োজনে ভূমি সেবা সপ্তাহ উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে ডিসি সাহিত্য মঞ্চে এসে শেষ হয়।

ভূমি সেবা সপ্তাহে চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)

নাজমুল হামিদ রেজা সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান। এসময় প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন এবং আগত সেবা প্রত্যাশীদের সাথে কথা বলেন।ভূমি সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য-পরামর্শ এবং সেবা নিতে ডিসি সাহিত্য মঞ্চের স্টলে সেবা প্রত্যাশীদের যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো জানান তারা।

পুরো বাংলাদেশের ন্যায় চুয়াডাঙ্গায় ভূমি সেবা সপ্তাহ উদ্বোধনের দিন থেকে চলবে আগামী ২৮শে মে পর্যন্ত। ভূমি সেবা সপ্তাহে আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব) আরাফাত রহমান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম ভূঁইয়া, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার(ভূমি) মাজহারুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে নেজারত ডেপুটি কালেক্টর সাদাত হোসেন, সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শেখ রাসেল সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা বৃন্দ।

জীবননগরে সামাজিক পুজি গঠন ও সেবাসমূহ জনবান্ধব করণীয় বিষায়ক আলোচনা সভা

জীবননগরে সামাজিক পুজি গঠনের মাধ্যমে সরকারি সেবাসমূহ জনবান্ধবকরন প্রকল্পের আওতায় নারীর প্রতি সহিংসতা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে উপজেলা প্রশাসন, ইউনিয়ন পরিষদ এবং ইমাম, কাজী, ঘটক ও পুরোহিতদের করণীয় বিষায়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার জীবননগর ওয়েভ ফাউন্ডেশন ও লোকমোর্চার আয়োজনে জীবননগর উপজেলা পরিষদের হলরুমে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা লোকমোর্চার সভাপতি আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্তিত

ছিলেন,চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোঃ আমিনুল ইসলাম খান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) তিথি মিত্র, চুয়াডাঙ্গা জেলা লোকমোর্চার সাধারন সম্পাদক ও দৈনিক প্রথম আলোর চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি শাহ আলম সনি, জীবননগর উপজেলা লোকমোর্চার সাধারন সম্পাদক আবু মোঃ আব্দুল লতিফ অমল, জীবননগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খান প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন জীবননগর উপজেলা লোকমোর্চার সমন্বয়কারী আব্দুল আলীম সজল।

জীবননগরে ভূমি সপ্তাহের উদ্বোধন

জীবননগরে ভূমি সপ্তাহের উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল ১০টার সময় জীবননগর উপজেলা ভূমি অফিসের আয়োজনে ভূমি সপ্তাহ উপলক্ষে একটি র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) তিথি মিত্রর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে ভূমি সপ্তাহের উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোঃ আমিনুল ইসলাম খান।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মোঃ হাফিজুর রহমান, জীবননগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ নাসির উদ্দিন মৃধাসহ প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ

রাজশাহী জেলা বিএনপির আহবায়ক আবু সাইদ চাঁদ কতৃক প্রকাশ্য জনসভায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি ও বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হত্যার হুমকির প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গা যুব মহিলা লীগের বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজ পারভিন এর সভাপতিত্বে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

র্যালিটি চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের কার্যালয় হতে চুয়াডাঙ্গা বড় বাজার কোর্ট কবরী রোড হতে আবার চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের কার্যালয় এসে শেষ হয়

র্যালি ও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজা পারভীন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলিজা খাতুন, সহ-সভাপতি- পূর্ণিমা হালদার, সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি-কাজলী আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক সপ্না খাতুন চিনি,আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সভাপতি মনিরা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক জাহানারা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি-আরজিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বেবি, সাংগাঠনিক সম্পাদক মিতা রানী, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি রুপালি, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা, ২নং ওয়ার্ড কমিটির অর্থ সম্পাদক শিউলি সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ও উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দ।

দামুড়হুদায় মাদক বিরোধী প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত

“চলো যাই যুদ্ধে, মাদকের বিরুদ্ধে” এই স্লোগানকে সামনে রেখে দামুড়হুদায় মাদক বিরোধী প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্ট ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার বিকাল ৩ টার সময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে মাদক বিরোধী প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্টে প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খাঁন।

এসময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, চলো যাই যুদ্ধে মাদকের বিরুদ্ধে, খেলাধুলায় বাড়ে বল, মাদক ছেড়ে খেলতে চল। ফুটবল একটি জনপ্রিয় খেলা। মাদকের উপর আসক্তি কমানোর জন্যই মূলত এই মাদক বিরোধী প্রীতি ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। চুয়াডাঙ্গার ফুটবলের একটি ঐতিহ্য রয়েছে। এর হারানো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে হবে। খেলাধুলা করলে মন ও শরীর উভয় ভালো থাকে। খেলাধুলা মাদক থেকে দূরে রাখে। সবারই নিয়মিত খেলাধুলা করা প্রয়োজন। মাদকের কড়াল থাবা থেকে বাঁচতে আগামী প্রজন্মকে মাদক থেকে দূরে রাখতে নিয়মিত খেলাধুলার আয়োজন করতে হবে। আপনার সন্তানদের নিয়মিত খোঁজ খবর নিবেন। তাদেরকে খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করিয়ে খেলাধূলার প্রতি মনযোগের জন্য সবাইকে উদাত্য আহবান জানান। জেলায় মাদকে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেন, এরই ধারাবাহিকতায় আগামীতে জেলার সবাইকে নিয়ে ডিসি গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হবে বলে তিনি বলেন। মাদকে যারা জড়িয়ে গেছেন তারা তিলে তিলে নিঃশ্বেস হয়ে যাবে। মাদকের কারনে কিশোর গ্যাং চুরি ছিন্তাই বৃদ্ধি পায়। এসময় তিনি খেলার আয়োজক কমিটিকে ধন্যবাদ জানান।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে এসময় বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শরিয়ত উল্লাহ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি সাইফুল ইসলাম, ওসি

তদন্ত সফিউল আলম, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা খাতুন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আ: করিম বিশ্বাস, কুড়ালগাছি ইউপি চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন, নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, সদর ইউপি সদস্য সামসুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি আরিফুল ইসলাম মিলন, দামুড়হুদা স্পোর্টিং ক্লাবের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহীদ আজম সদু প্রমুখ।

খেলায় মোট ৪টি দল অংশ গ্রহণ করেন। তারা হলেন নতিপোতা ইউনিয়ন একাদশ, মদনা একাদশ, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন একাদশ, কার্পাসডাঙ্গা একাদশ। একই দিনে সব দলের খেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সেমিফাইনাল খেলায় নতিপোতা ইউনিয়ন একাদশ ২-০ গোলে মদনা ইউনিয়ন একাদশকে পরাজিত করে ফাইনালে ওঠে। পরে দামুড়হুদা ইউনিয়ন একাদশ ও কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন একাদশ এর মধ্যে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় কোন দল গোল করতে না পারায় খেলাটি শুন্য গোলে ড্র হয় এবং খেলাটি ট্রাইবেকার পর্যন্ত গড়ায়। ট্রাইবেকারে দামুড়হুদা একাদশ ০১ গোল করে এবং কার্পাসডাঙ্গা একাদশ ০৩ গোল দিয়ে ফাইনালে উতীর্ণ হন। পরে কার্পাসডাঙ্গা বনাম নতিপোতা একাদশের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন একাদশ ১-০ গোলে নতিপোতা ইউনিয়ন একাদশকে হারিয়ে চাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। রানার্সআপ হয় নতিপোতা ইউনিয়ন একাদশ। খেলা শেষে প্রধান অতিথি চাম্পিয়ান দলকে চাম্পিয়ান টফি ও রানার্সআপ দলকে রানার্সআপ টফি প্রদান করেন।

খেলায় প্রধান রেফারির দায়িত্ব পালন করেন সৈয়দ মাসুদুর রহমান খোকন, সহকারী রেফারি ছিলেন, ইউসুফ আলী এবং তিতুয়ার রহমান। খেলায় ধারাভাষ্য দেন উদীয়মান ধারাভাষ্যকার মো: শামীম খাঁন।